প্রশ্ন ৮ 'ডাকাতের মা' ছোটোগল্প অবলম্বনে সৌখীর মায়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করো।

উত্তর >> 'ডাকাতের মা' ছোটোগল্পের প্রধান চরিত্র সৌখীর মা চরিত্রটির বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

অপত্যস্নেহ: পুত্রের চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণের প্রতি তার যেমন পূর্ণ সমর্থন ছিল, তেমনি মেজাজি ডাকাত-সর্দারের মা হিসেবে তার যথেষ্ট গর্বও ছিল। পুত্রের প্রতি তার সম্ভ্রম ও স্নেহ—দুই-ই প্রবল ছিল বলেই পুত্রকে সে নিজের দুর্বিষহ দারিদ্র্যের কথা যেমন জানাতে পারেনি, তেমনি জেলফেরত ছেলেকে আলুচচ্চড়ি-ভাত খাওয়াতে তাকে ছিঁচকে চুরির মতো মর্যাদাহানিকর কাজেও হাত দিতে হয়েছিল।

পুত্রবধূর প্রতি স্নেহপরায়ণতা: দুর্বল চেহারার পুত্রবধূর উপযুক্ত পরিচর্যার জন্য সে বাধ্য হয়েই নাতিসহ বউমাকে তার বেয়াই বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

পরিশ্রমী: সৌখীর মা অত্যন্ত পরিশ্রমী মহিলা ছিল। তাই সৌখীর অনুচররা তার জেলে যাবার দু-বছর পর টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিলে সে বাড়িতে খই-মুড়ি ভেজে তা বাড়ি বাড়ি বিক্রি করে নিজের পেট চালিয়ে নিয়েছে।

পুরুষতন্ত্রে আস্থা: নিরক্ষর সৌখীর মা পুরুষের আধিপত্যকে শিরোধার্য করে নিয়েছিল। তাই সে বলে **"বাপের বেটা, তাই মেজাজ অমন কড়া"**। পুত্রের প্রহার বা শাসানিও তাই তাকে বিচলিত করেনি।

বাস্তববুদ্ধি: সৌখীর মার যথেষ্ট বাস্তববুদ্ধি থাকার জন্য দীর্ঘদিন পর ছেলে বাড়ি ফিরলে সেই মুহূর্তেই সে তার ছেলেকে তার ডাকাত-অনুচরদের স্বার্থপরতার কথা অথবা তার স্ত্রী-পুত্রের অসুস্থতার কথা জানায়নি।

এসব সত্ত্বেও তার একটা আবেগতড়িত ভুল-সিদ্ধান্তের জন্যই গল্পটি বিষাদময় পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

১৩ 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' কবিতায় জনা অর্জুনের কাপুরুষতার কী কী দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন?

(একাদশ বার্ষিক, ২০১৪)

উত্তর >> 'বীরাঙ্গনা কাব্য' থেকে নেওয়া 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' শীর্ষক একাদশ পত্রে 'মহাভারত'-এর 'অশ্বমেধ পর্ব' অনুযায়ী দেখা যায় যে, অর্জুনের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরার কারণে মাহেশ্বরী পুরীর যুবরাজ প্রবীর এক অসম যুদ্ধে অর্জুনের হাতে নিহত হন। পুত্র প্রবীরের এই মৃত্যুতে শোকাকুলা জনা প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে ওঠেন। অথচ সেইসময় জনা লক্ষ করেন যে, যুদ্ধ ঘোষণার পরিবর্তে স্বামী নীলধ্বজ পুত্রহন্তার সঙ্গে সন্ধি ও সখ্য স্থাপনে তৎপর। ক্ষোভে, দুঃখে জনা তখন স্বামীর চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য, তাঁর মনে পার্থ সম্পর্কে ঘৃণাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য অর্জুন চরিত্রের নানা দিকের কথা তুলে নিন্দায় সরব হয়ে ওঠেন।

>> যেভাবে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে স্বয়ংবরসভায় অর্জুন দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন কিংবা কৃষ্ণের সাহায্যে আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য খাণ্ডব বন পুড়িয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ জীবকে হত্যা করেছেন অথবা শিখণ্ডীর সাহায্য নিয়ে অন্যায়ভাবে পিতামহ ভীষ্মকে নিহত করেছেন, তা পার্থের পাপাচার ও চারিত্রিক নীচতার দৃষ্টান্ত বলেই জনা মনে করেছেন। ছলনার দ্বারা গুরু দ্রোণাচার্যকে হত্যা করা বা কৌশলে কর্ণকে বধ করার মধ্যে যে মহারথীপ্রথা কোনোভাবেই রক্ষিত হয়নি, সে কথা বলতেও দ্বিধাহীন থেকেছেন জনা। এভাবেই জনা অর্জুন চরিত্রের বীরধর্মের প্রচলিত ধারণাকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এর মধ্যে দিয়ে স্বামী নীলধ্বজকে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর সখ্য যে কতটা অনুচিত তা বোঝানোই ছিল জনার লক্ষ্য।

প্রশ্ন ৭ 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' কাব্যাংশে উল্লিখিত জনা চরিত্রটি সম্পর্কে আলোচনা করো।

উত্তর >> 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এর একাদশ পত্র 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'তে পত্রকার জনাই হল মুখ্য চরিত্র। তাঁর চরিত্রের যেসব বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি হল :

প্রতিশোধস্পৃহা: অর্জুনের হাতে প্রবীরের মৃত্যুর পরে পুত্রশোকের আকুলতা সত্ত্বেও জনা তাঁর চোখের জলকে রূপান্তরিত করেছেন ক্রোধের আগুনে—'ভুলিব এ জ্বালা, এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে।'

ক্ষত্রধর্ম: জনা যেহেতু ক্ষত্রিয়কুলবধূ এবং ক্ষত্রিয়কুলবালা, তাই তিনি স্বামীকে বারবার উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছেন পুত্রহন্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করার জন্য।

প্রেমিকা সত্তা: জনার আহত প্রেমই তাঁকে অভিমানী করে তুলেছে— 'তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি'।

বেদ-পুরাণ-শাস্ত্রে জ্ঞান: জনার আর-একটি গুণ শাস্ত্র-বেদ-পুরাণ-ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান। অর্জুনের বংশগরিমার অসারতা প্রমাণ করার জন্য এবং মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেবের চারিত্রিক হীনতা প্রমাণ

করার জন্য পাণ্ডব-কৌরব বংশের ইতিহাসকে এবং সত্যবতী পুত্র ব্যাসদেবের নিলর্জ্জতাকে অনায়াস দক্ষতায় বিবৃত করেন তিনি।

মাতৃসত্তা: প্রতিবাদী চেতনা সত্ত্বেও জনা মূলত জননী। পুত্রের হত্যাকারীর সঙ্গে স্বামী যখন সখ্য স্থাপন করেছেন, তখন অসহায় জনা আর কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে নিজেকে শেষ করে দিতে চেয়ে বলেছেন—'ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে'। প্রতিবাদ ও বীরধর্মের অনন্য মিশেলে জনার মাতৃসত্তা এই পত্রকাব্যে এক মহাকাব্যিক রূপ পেয়েছে।